মুখবন্ধ

বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বহু বিষয়াদি লক্ষণীয়ভাবে আজও স্পষ্ট, যা থেকে এই জনগোষ্ঠীর নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় এবং কৌম চিহ্নগুলি ধরা পড়ে। আবার সংস্কৃতির বহু উপাদান অস্তমান। এক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির পরিসর আজকে প্রভাবিত এবং অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লেষণ ও আত্তীকরণের প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত। বিগত চার-পাঁচ দশকে এক সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ঘটনা প্রবাহে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতি। বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী যেমন দ্রুতলয়ে বিশ্বায়নের শরিক তেমনি গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভাষা সংস্কৃতি মনন দর্শনের ক্ষেত্রেও বিবর্তমান। সমাজ কাঠামোর সঙ্গে অর্থনৈতিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়েছে। খাদ্যাভ্যাস থেকে পোষাক পরিচ্ছদ, রুচিভাবনা সেইসঙ্গে লোকায়ত ধর্মীয় পরিসরটিও বদলে গেছে। পুরোনো রীতি পদ্ধতি কিংবা আচার সংস্কারের সঙ্গে বর্তমান সময়ে যেমন পরিবর্তিত তেমনি বর্তমান প্রজন্মও বিচ্ছিন্ন। লোকায়ত ভাবনার চৌহদ্দিতে যুক্তি, বুদ্ধি ও শিক্ষা মনস্কতার সম্প্রসারণ ঘটেছে। গ্রাম ও শহরের ব্যবধান কমেছে। বিনোদনের উপকরণ, মাধ্যম পালটেছে। রাজবংশী সমাজের লোক সাংস্কৃতিক বৃত্তটি আজকে মিশ্র সংস্কৃতির গ্রাসে সংকটাপন্ন। নৃগোষ্ঠীগত চিহ্নগুলিও ক্রমশ বিলীয়মান। বর্তমান রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি দ্রুত এক পরিবর্তনের শরিক। এই পরিবর্তনকে বিষয় করেই প্রকল্প গ্রহণ ''উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন : সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ।'' প্রকল্পটির উদ্দেশ্য রাজবংশী সমাজের এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়টির এক ধারাবাহিক নিবিড় পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা, মূল্যায়ন, কারণ, যুক্তি, ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে অনুধাবন করা। যা ভবিষ্যৎ সময়কে যেমন চিহ্নিত করবে তেমনি অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতুও রচনা করবে। এই গবেষণা প্রকল্পটির মধ্যে দিয়ে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বিবর্তমান সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেখানে জীবনচর্যা থেকে অভ্যাস, লোকায়ত বলয়, ধর্মীয় পরিসর থেকে সাংস্কৃতিক বিন্যাস এমনকী ভাষা সাহিত্য চর্চার বিষয়টিকেও আলোচনায় রাখা হয়েছে। এই গবেষণা প্রকল্পে কাজের সূত্রে বিভিন্ন শ্রেণির

মানুষের সনির্বন্ধ সহযোগিতা পেয়েছি। তাদের প্রত্যেককে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। যারা তথ্য দিয়েছেন, মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন, অনেকে বই পুস্তক, প্রবন্ধ, পত্র-পত্রিকা দিয়েছেন, অনেকে ক্ষেত্র সমীক্ষায় সঙ্গী হয়েছেন তাদেরকে আমার শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। বিভিন্ন লেখকের তথ্য, উদ্ধৃতি আমার এই গবেষণা প্রকল্পে ব্যবহার করেছি, তাদেরওকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। অকপট ঋণ স্বীকারে বাধিত থাকলাম।

গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার, কোচবিহার; ন্যাশনাল লাইব্রেরী, কলকাতা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা; সেন্টার ফর স্টাডিস অব লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কালচারর্স লাইব্রেরী, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়; কলকাতা লিটিল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী ও গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা; এডওয়ার্ড লাইব্রেরী, আলিপুরদুয়ার; কল্যাণী ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, গৌহাটি ইউনিভার্সিটির কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী। এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও কর্মীদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

যারা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, যাদেরকে বাদ দিয়ে এই গবেষণা প্রকল্পটি সম্পন্ন হত না তাদের নাম সবিশেষ কৃতজ্ঞতায় ও শ্রদ্ধায় উল্লেখ করতে হয় — ড. গিরিজাশংকর রায়, ড. দিগ্বিজয় দে সরকার, ড. বিমলেন্দু মজুমদার, ড. অমলকান্তি রায়, মাননীয় বিজয়চন্দ্র বর্মন, চেয়ারম্যান, রাজবংশী ভাষা আকাদেমি, ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, ড. নিখিলেশ রায়, ড. তপন রায় প্রধান, ড. সত্যেন্দ্রনাথ বর্মন, ড. নারায়ণ চন্দ্র বসুনীয়া, ড. মাধব অধিকারী, ড. রাজর্ষী বিশ্বাস, ড. প্রসূন বর্মন, কটন বিশ্ববিদ্যালয়; ড. তপন কুমার বিশ্বাস, কল্যাণী ইউনিভার্সিটি; পরিমল রায়, অ্যাসিট্যান্ট লাইব্রেরীয়ান, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়; ড. বেলা দাস, আসাম ইউনিভার্সিটি; ড. দীপক কুমার রায়, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়; অধ্যাপক বরুণ চক্রবর্তী, কলকাতা; অধ্যাপক শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়, কলকাতা; অধ্যাপক রামকুমার মুখোপাধ্যায়, কলকাতা; উৎপল কুমার ঝা, প্রাক্তন সচিব, বাংলা আকাদেমি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার; বিশিষ্ট সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যাক্তিত্ব শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, কোচবিহার; গৌতম সরকার, বর্ষীয়ান সাংবাদিক; লোকসংগীত গবেষক দীনেশ চন্দ্র রায়, ময়নাগুড়ি; দাদা-বন্ধুবর সুকুমার নাগ, খোকনদা, কোচবিহার; ড. বিপ্লব সাহা, শিলিগুড়ি মহাবিদ্যালয়; পরিতোষ কার্য্যী, তুফানগঞ্জ; সুজিত বর্মন, কামাখ্যাগুড়ি; জ্ঞানবিলাস যোষিত রঞ্জন রায়, মিঠুন বৈশ্য, শুভঙ্কর দাস, ফারুক

শেখ মণ্ডল, সমীর রক্ষিত প্রমুখ। এর বাইরে আরও অনেকে বিভিন্নভাবে নিরন্তর সহযোগিতা করেছেন। উল্লেখ করতে হয় শ্রেয়সী সেন, অনন্যা দাশগুপ্ত ও জলি মজুমদারের নাম। যারা আমায় বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। আমার কন্যাসম শ্রমণা মিশ্রও আমায় গবেষণায় সহায়তা করেছে। তাকেও সস্নেহে বিশেষভাবে স্মরণ করি।

উৎসাহ, তথ্য ও পরিসর দিয়ে প্রতিনিয়ত সাহায্য করেছেন আমার মামা শ্রী রাজেন্দ্রনাথ দাস, মা সুখেশ্বরী রায় এবং দিদিমা ঁ দীনমালা দাস। যারা নিয়মিত রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির অতীত ও বর্তমানের নানাবিধ তথ্য উপস্থাপন করেছেন। উল্লেখ করতে হয় আমার স্ত্রী অসীমা সরকার, আমার ১৩ বছরের শ্রীমান শুভার্থী বাবু ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রী কৌস্তভ রায়ের নাম। কারণ তারাও আমাকে পরিসর ও সুযোগ দিয়ে এই প্রকল্প রূপায়ণে সহযোগিতা করেছে। আমি তাদের কাছেও সমানভাবে ঋণী।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি শ্রীমতী তনুশ্রী ধরের প্রতি কারণ তিনি অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে এই প্রকল্পটির যাবতীয় তথ্যাদি সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠযোগ্য করে তুলেছেন এবং সমস্ত প্রকল্পটির রূপায়ণে দায়িত্ব নিয়ে অংশীদার হয়েছেন। তার ঋণ আমার কাজের সঙ্গেই চিরকাল সম্পৃক্ত থাকল। সর্বশেষে বুবুন কুমার বর্মণ, শিলিগুড়ি, সৌন্দর্য ও সৌকর্যসহ গ্রন্থাকারে প্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে আমায় বাধিত করেছেন। সকলকে আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। যা কিছু অসম্পূর্ণতা তা আমার নিষ্ঠা ও অযোগ্যতার কারণে।

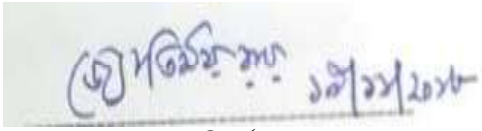

কোচবিহার
নভেম্বর, ২০১৮

জ্যোতির্ময় রায়